ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র্য বিমোচন

সরকারের পরিকল্পিত নীতিকৌশল বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ কোভিড-১৯ অতিমারির পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দারিদ্র্য এবং অতি দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ২৪.৩ শতাংশ এবং ১২.৯ শতাংশ। তবে পল্লী এলাকার চেয়ে শহরাঞ্চলে কম হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে (পল্লী অঞ্চল ৫.৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট, শহরাঞ্চল ৪.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট)। ২০২২ সালের জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে ব্যয় এবং ভোগব্যয় এর তুলনায় আয় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, জিনি অনুপাত ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৪৯৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা ২০১৬ সালে ছিল ০.৪৮২ শতাংশ। অর্থাৎ আয় বৈষম্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি আয় বৈষম্য কমাতে রূপকল্প ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), ডেল্টাপ্লান-২১০০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্যে নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে সাহসী, দৃঢ়, জনকেন্দ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে লাগসই কৌশলসমূহ যেমন-দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সম্প্রসারণ, আর্থিক প্রণোদনা, ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহ প্রদান, কার্যকর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বিনির্মাণ, ইত্যাদির প্রয়োগে আমাদের সাফল্য বিশ্বব্যাপী নজর কেড়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি, সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১,১১,৪৬৭.০০ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১,১৩,৫৭৬.০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৬.৭৫ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২.৫৫ শতাংশ।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের মাত্রা

বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বহুবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে নেমে আসে, যা ২০০৫ সালে ছিল ৪০.০ শতাংশ। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। দারিদ্র্য বিমোচনের এ গতি অব্যাহত রেখে ২০২৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। সরকারের পরিকল্পিত নীতিকৌশল বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ কোভিড-১৯ অতিমারির পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে। কোভিড-১৯ এর সংকট কাটিয়ে মানুষের জীবন, জীবিকা ও দেশের উন্নয়নের গতিধারাকে এগিয়ে নিতে স্বাস্থ্য, বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি জোরদার করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সরকার একদিকে অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্যে নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করছে, অন্যদিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বৃহৎ উন্নয়ন কর্মসূচির পাশাপাশি একযোগে পরিচালিত হচ্ছে সমাজের পিছিয়ে পড়া দুঃস্থ, অসহায় এবং ছিন্নমূল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে নানামুখী কর্মসূচি।

দারিদ্র্য হ্রাসের গতিধারা

উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসেব অনুযায়ী ২০১৬-২০২২ মেয়াদে জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্য ৫.৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়েছে (২৪.৩% থেকে ১৮.৭%)। এ সময়ে যৌগিক হারে দারিদ্র্য হ্রাসের পরিমাণ ছিল গড়ে ৪.২৭ শতাংশ। তবে পল্লী এলাকার চেয়ে শহরাঞ্চলে কম হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে (পল্লী অঞ্চল ৫.৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট, শহরাঞ্চল ৪.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট)। অপরদিকে, ২০১০-২০১৬ মেয়াদে জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্য ৭.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়েছে (৩১.৫% থেকে ২৪.৩%)। একই সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক যৌগিক হার ছিল ৪.২৩ শতাংশ।

লেখচিত্র ১৩.১: দারিদ্র্য হ্রাসের প্রবণতা

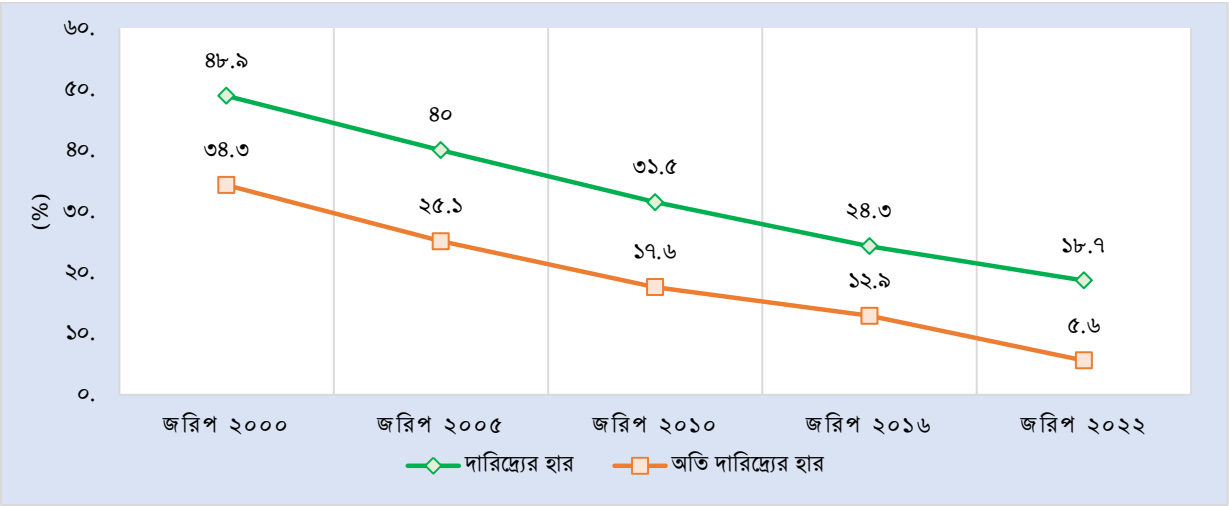

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২।

সারণি ১৩.১: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা

	২০২২	২০১৬	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০১৬-২০২২)	২০১০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০১০-২০১৬)	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)
মাথা-গণনা সূচক							
জাতীয়	১৮.৭	২৪.৩	-৪.২৭	৩১.৫	-৪.২৩	৪০.০	-৪.৬৭
শহর	১৪.৭	১৮.৯	-৪.১০	২১.৩	-১.৯৭	২৮.৪	-৫.৫৯
পল্লী	২০.৫	২৬.৪	-৪.১৩	৩৫.২	-৪.৬৮	৪৩.৮	-৪.২৮
দারিদ্র্য ব্যবধান							
জাতীয়	৩.৮	৫.০	-৪.৪৭	৬.৫	-৪.২৮	৯.০	-৬.৩০
শহর	২.৯	৩.৯	-৪.৮২	৪.৩	-১.৬১	৬.৫	-৭.৯৩
পল্লী	৪.২	৫.৪	-৪.১০	৭.৪	-৫.১২	৯.৮	-৫.৪৬
দারিদ্র্য ব্যবধানের বর্গ							
জাতীয়	১.২	১.৫	-৩.৬৫	২.০	-৪.৬৮	২.৯	-৭.১৬
শহর	০.৯	১.২	-৪.৬৮	১.৩	-১.৩৩	২.১	-৯.১৫
পল্লী	১.৩	১.৭	-৪.৩৭	২.২	-৪.২১	৩.১	-৬.৬৩

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২।

লেখচিত্র ১৩.২: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা

(জাতীয়, শহর ও পল্লী এলাকা)

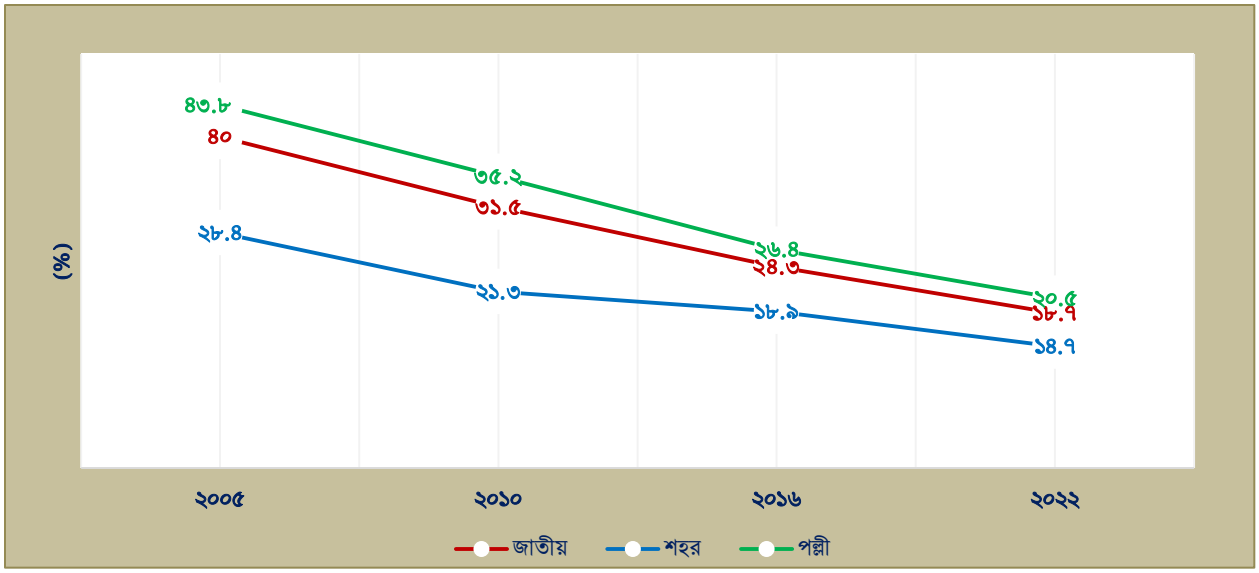

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

১৯৯৫-৯৬ থেকে সাল ২০২২ সাল পর্যন্ত পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপের আলোকে খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগব্যয় সারণি ১৩.২ এ বর্ণনা করা হলোঃ

সারণি ১৩.২: মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় আয়	মাসিক গড় ব্যয়	মাসিক গড় ভোগব্যয়
২০২২	জাতীয়	৩২৪২২	৩১৫০০	৩০৬০৩
	পল্লী	২৬১৬৩	২৬৮৪২	২৬২০৭
	শহর	৪৫৭৫৭	৪১৪২৪	৩৯৯৭১
২০১৬	জাতীয়	১৫৯৮৮	১৫৭১৫	১৫৪২০
	পল্লী	১৩৩৯৮	১৪১৫৬	১৩৮৬৮
	শহর	২২৬০০	১৯৬৯৭	১৯৩৮৩
২০১০	জাতীয়	১১৪৭৯	১১২০০	১১০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৫	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৫	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮১	৪৫৩৭
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৩৭	৭১২৫
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯৬	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২।

সারণি ১৩.২ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় তিনটি অনুষঙ্গই ক্রমশ: বাড়ছে।
- ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাসিক নামিক আয় ছিল ৪,৩৬৬ টাকা। দুই দশকের ব্যবধানে তা ৩.৬৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে হয়েছে ১৫,৯৮৮ টাকা। ২০২২ সালের নতুন জরিপে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩২,৪২২ টাকা।
- আয়ের পাশাপাশি ব্যয় ও ভোগব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ছিল ৪,০৯০ টাকা, ২০১৬ সালে এই ব্যয় ছিল ১৫,৭১৫ টাকা। ২০২২ সালে তা বেড়ে ৩১,৫০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- অন্যদিকে, ১৯৯৫-৯৬ সালে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় পর্যায়ে ছিল ৪,০২৬ টাকা। ২০১৬ সালের জরিপে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,৪২০ টাকা হয়। ২০২২ সালের জরিপে খানাপ্রতি গড়ে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩০,৬০৩ টাকা।
- সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে ব্যয় এবং ভোগব্যয় এর তুলনায় আয় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০১৬ সালে প্রথমবারের মত পল্লী অঞ্চলে আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি পায়, এ ধারা ২০২২ সালেও বজায় রয়েছে।

পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন এবং জিনি অনুপাত

২০১৬ এবং ২০১০ সালে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৩ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৩: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১৬			২০১০		
	জাতীয় পর্যায়	পল্লী	শহর	জাতীয় পর্যায়	পল্লী	শহর
	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.২৩	০.২৫	০.২৭	০.৭৮	০.৮৮	০.৭৬
ডিসাইল-১	১.০২	১.০৬	১.১৭	২.০০	২.২৩	১.৯৮
ডিসাইল -২	২.৮৩	২.৯৯	৩.০৪	৩.২২	৩.৫৩	৩.০৯
ডিসাইল -৩	৪.০৫	৪.৩৬	৪.১	৪.১০	৪.৪৯	৩.৯৫
ডিসাইল -৪	৫.১৩	৫.৫২	৫.০০	৫.০০	৫.৪৩	৫.০১
ডিসাইল -৫	৬.২৪	৬.৫৮	৬.১৫	৬.০১	৬.৪৩	৬.৩১
ডিসাইল -৬	৭.৪৮	৭.৮৯	৬.৮৮	৭.৩২	৭.৬৫	৭.৬৪
ডিসাইল -৭	৯.০৬	৯.৫২	৮.৪৪	৯.০৬	৯.৩১	৯.৩০
ডিসাইল -৮	১১.২৫	১১.৮০	১০.৪	১১.৫০	১১.৫০	১১.৮৭
ডিসাইল -৯	১৪.৮৬	১৫.৫১	১৩.৪৭	১৫.৯৪	১৫.৫৪	১৬.০৮
ডিসাইল -১০	৩৮.০৯	৩৪.৭৮	৪১.৩৭	৩৫.৮৫	৩৩.৮৯	৩৪.৭৭
সর্বোচ্চ ৫%	২৭.৮২	২৪.১৯	৩২.০৯	২৪.৬১	২২.৯৩	২৩.৩৯
জিনি অনুপাত	০.৪৮২	০.৪৫৪	০.৪৯৮	০.৪৫৮	০.৪৩১	০.৪৫২

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬। নোট: ২০২২ সালের বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

সারণি ১৩.৩ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে আয় বণ্টন অংশে বিভিন্ন ডিসাইলভুক্ত পরিবারে হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়টিই ঘটেছে। 'খানা-আয় ব্যয় জরিপ, ২০১৬' অনুয়ায়ী ডিসাইল ১-৫ ভুক্ত পরিবারগুলো দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করলেও, তাদের আয় সম্মিলিতভাবে জাতীয় আয়ের ১৯.২৭ শতাংশ। অথচ, ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী এই ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবারে আয় ছিল জাতীয় আয়ের ২০.৩৩ শতাংশ। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নিচের ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবারের মোট আয় ৬ বছরের ব্যবধানে ১.০৬ শতাংশ কমেছে।
- সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয়ও ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ২০১০ সালে

তাদের আয় ছিল জাতীয় আয়ের ০.৭৮ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে ০.২৩ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ৩.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

- জিনি অনুপাত ২০১০ সালে ছিল ০.৪৫৮ শতাংশ, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ০.৪৮২ শতাংশ হয়। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী জিনি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে ০.৪৯৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আয়ের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ২০২২ সালে পল্লী এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেয়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৪৩১ %, ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ০.৪৫৪ %, ২০২২ সালে সামান্য হ্রাস পেয়ে হয়েছে ০.৪৪৬ %) । অন্যদিকে, শহর এলাকায় ২০২২ জিনি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে ০.৫৩৯ শতাংশ হয়েছে যা ২০১৬ সালের জরিপে ছিল ০.৪৯৮ শতাংশ। অর্থাৎ আয়ের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য পল্লী এলাকায় সামান্য কমলেও শহর এলাকায় তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিবারভিত্তিক ব্যয় বন্টন (শতাংশ)

সারণি ১৩.৪ এ জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ব্যয় বন্টন তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৩.৪: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ভোগব্যয় বন্টন (শতাংশ)এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১৬			২০১০		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
ডিসাইল-১	৩.৭	৪.০০	৩.৪৪	৩.৮৫	৪.৩৬	৩.৪০
ডিসাইল -২	৪.৯৪	৫.২৮	৪.৭৫	৫.০০	৫.৫৭	৪.৬৬
ডিসাইল -৩	৫.৮০	৬.১৪	৫.৬৭	৫.৮৪	৬.৪১	৫.৫৪
ডিসাইল -৪	৬.৬৪	৬.৯৬	৬.৫৫	৬.৬৩	৭.২২	৬.৪২
ডিসাইল -৫	৭.৫১	৭.৮১	৭.৫১	৭.৪৮	৮.০৩	৭.৩৭
ডিসাইল -৬	৮.৫৪	৮.৭৯	৮.৬০	৮.৪৮	৮.৯৭	৮.৪৮
ডিসাইল -৭	৯.৮৪	৯.৯৪	১০.০৭	৯.৭৩	১০.০১	১০.০১
ডিসাইল -৮	১১.৫৯	১১.৫৮	১১.৯১	১১.৪৯	১১.৬৩	১২.০৩
ডিসাইল -৯	১৪.৬১	১৪.১৫	১৫.২৬	১৪.৫৯	১৪.০৭	১৫.০৬
ডিসাইল -১০	২৬.৮৩	২৫.৩৫	২৬.২৩	২৬.৯০	২৩.৬৩	২৭.০৩
জিনি অনুপাত	০.৩২৪	০.৩০০	০.৩৩০	০.৩২১	০.২৭৫	০.৩৩৮

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬। নোট: ২০২২ সালের বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

সারণি ১৩.৪ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- ডিসাইল-১, ২, ও ১০ ভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কিছুটা কমেছে। অন্যান্য ডিসাইলভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১০ সালের চেয়ে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। হ্রাস-বৃদ্ধির এই পরিমাণ অতি অল্প।

- একই সময়ে জিনি অনুপাত সামান্য বেড়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৩২১%, ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ০.৩২৪%)। ২০২২ সালে জিনি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে ০.৩৩৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

- ২০২২ সালে পল্লী এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেয়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.২৭৫ %, ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ০.৩০০ %, ২০২২ সালে সামান্য হ্রাস পেয়ে হয়েছে ০.২৯১ %) । অর্থাৎ ভোগব্যয়ের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য পল্লী এলাকায় সামান্য কমেছে।

- অন্যদিকে, ২০১৬ সালে শহর এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেলেও ২০২২ সালের নতুন জরিপে তা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৩৩৮ %, ২০১৬ সালে সামান্য হ্রাস পেয়ে হয় ০.৩৩০ %, ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ০.৩৫৬ %) ।

আটটি বিভাগে দারিদ্র্যের হার

মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতিতে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের দারিদ্র্য হার সারণি ১৩.৫ এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৩.৫: বিভাগীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হার

বিভাগ	২০১৬			২০১০		
	উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
ঢাকা	১৬.০	১৯.২	১২.৫	৩০.৫	৩৮.৮	১৮.০
সিলেট	১৬.২	১৫.৬	১৯.৫	২৮.১	৩০.৫	১৫.০
চট্টগ্রাম	১৮.৪	১৯.৪	১৫.৯	২৬.২	৩১.০	১১.৮
বরিশাল	২৬.৫	২৫.৭	৩০.৪	৩৯.৪	৩৯.২	৩৯.৯
খুলনা	২৭.৫	২৭.৩	২৮.৩	৩২.১	৩১.০	৩৫.৮
রাজশাহী	২৮.৯	৩০.৬	২২.৫	২৯.৮	৩০.০	২৯.০
ময়মনসিংহ	৩২.৮	৩২.৯	৩২	-	-	-
রংপুর	৪৭.২	৪৮.২	৪১.৫	৪২.৩	৪৪.৫	২৭.৯
	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
ঢাকা	৭.২	১০.৭	৩.৩	১৫.৬	২৩.৫	৩.৮
চট্টগ্রাম	৮.৭	৯.৬	৬.৫	১৩.১	১৬.২	৪.০
সিলেট	১১.৫	১১.৮	৯.৫	২০.৭	২৩.৫	৫.৫
খুলনা	১২.৪	১৩.১	১০.০	১৫.৪	১৫.২	১৬.৪
রাজশাহী	১৪.২	১৫.২	১০.৭	২১.৬	২২.৭	১৫.৬
বরিশাল	১৪.৫	১৪.৯	১২.২	২৬.৭	২৭.৩	২৪.২
ময়মনসিংহ	১৭.৬	১৮.৩	১৩.৮	-	-	-
রংপুর	৩০.৫	৩১.৩	২৬.৩	২৭.৭	২৯.৪	১৭.২

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬। নোট: ২০২২ সালের বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

সারণি ১৩.৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে দেশের অন্যান্য সকল বিভাগে দারিদ্র্য হার কমলেও রংপুর বিভাগে এ হার ২.৮ শতাংশ বেড়েছে।
- ঢাকা বিভাগে দারিদ্র্য হার সবচেয়ে কম, অন্যদিকে রংপুর বিভাগে এ হার সর্বোচ্চ।
- ঢাকা বিভাগে দারিদ্র্য হ্রাসের হার সবচেয়ে বেশি (৪৭.৫৪%)।
- খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে পল্লী অঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হার বেশি।
- চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ২০১০ সালের চেয়ে ২০১৬ সালে বেশি, তবে পল্লী অঞ্চলে কম।

দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন কৌশল

রূপকল্প বাস্তবে রূপায়ণঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১

রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্য ২০৩১ এর মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান, উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদায় উত্তরণ এবং ২০৪১ এর মধ্যে দারিদ্র্যের বিলুপ্তিসহ উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীন হওয়া। রূপকল্প ২০৪১ কে ধারণ করে প্রণীত হয়েছে 'রূপকল্প বাস্তবে রূপায়ণঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' যার ভিত্তিমূলে রয়েছে দুটি প্রধান অভীষ্ট (ক) ২০৪১ এর মধ্যেই বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ ডলারেরও অধিক এবং যা হবে ডিজিটাল বিশ্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; এবং (খ) সোনার বাংলায় দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের কোন বিষয়। দারিদ্র্য নির্মূল করার পাশাপাশি পরিবেশের সুরক্ষা, উদ্ভাবনী জ্ঞান, অর্থনীতির বিকাশ ও উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে একটি দ্রুত অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এই পরিবর্তন তথা রূপান্তর সাধন সম্ভব। ২০ বছরের দীর্ঘমেয়াদি এ পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক নীতির অপরিহার্য উপদান হিসেবে নিম্নবর্ণিত কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ অনুসরণ করা হবে:

- ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা;
- ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন;

- রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং এর সাথে শিল্পায়নের কাঠামোগত রূপান্তর;
- কৃষিতে মৌলিক রূপান্তরের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা;
- ভবিষ্যতের সেবা খাতের সহায়তায় গ্রামীণ কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিকে শিল্প ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে **রূপান্তর;**
- টেকসই নগরায়ন;
- দক্ষ জ্বালানি এবং টেকসই অবকাঠামো;
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় স্থিতিশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণ;
- দক্ষতাভিত্তিক ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর মূল লক্ষ্যসমূহ অর্জন ও স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে সহায়ক হবে। এ পরিকল্পনায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক ও খাতভিত্তিক কৌশল নির্ধারণে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ সমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে এবং যে দুটি মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, তা হলো- ত্বরান্বিত সমৃদ্ধি এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি। Leaving No One Behind অর্থাৎ কাউকে পেছনে ফেলে নয় সকলকে সাথে নিয়ে উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সূচকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলকে চিহ্নিত করে লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্যের রেখা ব্যবহার করে চরম দারিদ্র্য হার ৭.৪ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সারণি ১৩.৬ এ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দারিদ্র্য নিরসনের প্রক্ষেপণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১৩.৬: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা

দারিদ্র্যের রেখা	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
মধ্যম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ					
প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-	-	১.২০	১.২০	১.২০
দারিদ্র্যের উচ্চ সীমারেখা (জনসংখ্যার %)	২৩.০	২০.০	১৮.৫	১৭.০	১৫.৬
চরম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ					
প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-	-	১.৪০	১.৪০	১.৪০
দারিদ্র্যের নিম্ন সীমারেখা (জনসংখ্যার %)	১২.০	১০.০	৯.১০	৮.৩০	৭.৪০

উৎসঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ,পরিকল্পনা কমিশন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘ ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (এসডিজি) ঘোষণা করেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর করার প্রত্যয়ে ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য (Goals) ও ১৬৯টি লক্ষ্য (Targets) এবং ২৪১টি সূচক (Indicators) নিয়ে এসডিজি ঘোষিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বদ্ধপরিকর। এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে যে সব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে, তা হলো এর আন্তর্জাতিকতা, সমন্বিত গতিপ্রকৃতি ও টেকসই উন্নয়নের সকল প্রকার মাত্রা অনুসরণ; বাস্তব ও জ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে ভঙ্গুর ও সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান। এসডিজি বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়ায় সরকার সংগতিপূর্ণভাবে 'সমগ্র সমাজ' (Whole of Society) পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে।

বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মাতৃমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য

অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রতি লক্ষে মাতৃমৃত্যু হার ১৯৯৫ সালে ৪৪৭ হতে ২০২০ সালে ১৬৩ এ নেমে এসেছে। ০৫ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুহার ১৯৯৫ সালে প্রতি লক্ষে ১২৫ হতে ২০২০ সালে ২৮ এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। জেন্ডার ও অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষা প্রসারে বাংলাদেশে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রাকপ্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির হার ২০০০ সালে ১৭ শতাংশ হতে ২০১৬ সালে ৩৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে Gender Parity Index (GPI) মান ১ এর অধিক হয়েছে যা কারিগরী ও Disability বিষয়ক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ০.৩৭ এবং ০.৬৪ । অধিকন্তু ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত Global Gender Gap Report ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের ১৪৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৭১তম ও বিগত ০৮ বছরের বিচারে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সকল রাষ্ট্র হতে এগিয়ে রয়েছে । এ যাবৎ প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী এসডিজির অভিষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সঠিক পথে রয়েছে।

চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

দেশের পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র মানুষদের জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম; বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম; অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম; প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম; হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি; ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি; ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি এবং চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১,১৩,৫৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৬.৭৫ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫৫ শতাংশ।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির জন্য মোট ৭,৪৬৪.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ৮.৮৯ ভাগ বেশী। ।
- চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৭.০১ লক্ষ জন, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৪.৭৫ লক্ষ জন, এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ জন।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০.০৮ লক্ষ জন হতে ২৩.৬৫ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৭৫০ টাকা হতে ৮৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় শুধুমাত্র এ চারটি কার্যক্রমের উপকারভোগী সর্বমোট ১০৬.৪১ লক্ষ জন, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের মোট উপকারভোগীর তুলনায় শতকরা প্রায় ৩.৪৭ ভাগ বেশী।
- সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমানে ভাতাভোগীদের সুবিধার্থে সকল ব্যক্তিকে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় জিটুপি পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১০৬. ৪১ লক্ষ জন ভাতাভোগী MFS প্রতিষ্ঠান 'নগদ', 'বিকাশ' এবং এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে G2P পদ্ধতিতে ভাতা গ্রহণ করছে।
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্রঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

উপরি-উক্ত উদ্যোগসহ আরও কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ সারণি ১৩.৭ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৭: সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকা)

কার্যক্রম	২০২১-২২ (সংশোধিত)	২০২২-২৩ (মুল বাজেট)
নগদ প্রদান (বিভিন্ন ভাতা)	৩৫৯১৭.৩০	৪১৮২১.৩০
খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি	১৫৭৬৬.৯০	১৫৪০৭.৭১
উপবৃত্তি কার্যক্রম	৪৩০৬.৫২	৪৪১৬.৯৬
নগদ/উপকরণ হস্তান্তর (বিশেষ কার্যক্রম)	২৫২৬৭.৩১	২৭১০৫.৮০
ঋণ সহায়তা কার্যক্রম	১৬২২.৪৮	৭৮.০০
বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা	৬৮৫.১০	৬৯০.৪৩
বিবিধ তহবিল ও কার্যক্রম	১৫৪০৩.২৮	১০৪৯৬.৪৬
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি	১১৯৭০.০২	১২৮০১.৬১
নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি	৫২৮.০০	৭৫৬.২৪
মোট	**১১১৪৬৭.০০**	**১১৩৫৭৬.০০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, খোলা বাজারে পণ্য বিক্রিসহ নানাবিধ কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার নগদ অর্থ সহায়তাও প্রদান করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা) কার্যক্রমে ৪১,৮২১.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিঃ ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর হতে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। শুরুতে প্রতি ওয়ার্ডের ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। পর্যায়ক্রমে ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সমাজের দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যাদের বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর বা তদুর্দ্ধ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬২ বছর বা তদুর্ধ তারা এ কর্মসূচির আওতায় আসতে পারেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ৩,৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা রাখা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৭.০১ লক্ষ জন, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর নারীর সামাজিক সুরক্ষা ও তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে 'বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা' কর্মসূচি চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় ৪.০৩ লক্ষ জন নারী মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা পেতেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৪.৭৫ লক্ষ জন, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন।

দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান চালু করা হয়। এর আওতায় মূলত পল্লী এলাকার দরিদ্র মায়েদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। আগে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হতো। বর্তমানে দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন মাসিক ভাতা ৮০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া, ভাতা প্রদানের মেয়াদও ২৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৩৬ মাস করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভাতাগ্রহীতার সংখ্যা ছিল ৭.৭০ লক্ষ।

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলঃ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাত শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই ভাতা প্রদান করা হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর গার্মেন্টস শিল্প এলাকা এবং দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। ইতঃপূর্বে একজন মা মাসে ৫০০ টাকা করে ২৪ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা পেতেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ভাতার পরিমাণ ও মেয়াদ দুটোই বৃদ্ধি করা হয়েছে। একজন মা মাসে ৮০০ টাকা করে ৩৬ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা পান। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে ২৭৬.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয় এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা হয় ২.৭৫ লক্ষ জন।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা মাসিক ১২ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতাসহ ১০,০০০ টাকা হারে বছরে ২টি উৎসব ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠদের ৩৫,০০০ টাকা, বীর উত্তমদের ২৫,০০০

টাকা এবং বীর বিক্রম ও বীর প্রতীকদের ২০,০০০ টাকা হারে মাসিক সম্মানি প্রদান করা হয়। বর্তমানে দেশের সকল জেলায় সব মুক্তিযোদ্ধাদের G2P পদ্ধতিতে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ও উৎসব ভাতার পাশাপাশি ২,০০০ টাকা করে বাংলা নববর্ষ ভাতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও, সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৪,৬০৩.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ৪,৬৫৩.৩৫ কোটি টাকা।

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতাঃ মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্যে পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৫৬.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০.১৩ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে ৪৭২.৪৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির অনুকূলে ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ৪১.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮.৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১০ কোটি টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতাঃ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে চালু করা হয় অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি। এ কর্মসুচির আওতায় শুরুতে ১,০৪,১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০.০৮ লক্ষ জন হতে বৃদ্ধি করে ২৩.৬৫ লক্ষ জনে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৭৫০ টাকা হতে ৮৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বাজেটে এ কর্মসূচিতে ২,৪২৯.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তিঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি' চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১২,২০৯ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে যথাক্রমে মাসিক ৭৫০ টাকা, ৮০০ টাকা, ৯০০ টাকা ও ১,৩০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে উপবৃত্তি গ্রহণকারীর সংখ্যা ১ লক্ষ জন এবং বাজেটে এ কর্মসূচিতে ৯৫.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টঃ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০ জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ এতিমের লালন পালনের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ২৮০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ হতে ৪,১৪৩টি বেসরকারি এতিমখানায় ১,১৬,৬৬৬ জন নিবাসীকে ভরণপোষণের জন্য জনপ্রতি ২,০০০ টাকা হিসেবে (জুলাই ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) ১৪০ কোটি টাকা অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান করা হয়েছে।

বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিঃ ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাইলট হিসেবে দেশের ৭টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, যশোর, নওগাঁ ও হবিগঞ্জ জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে মোট ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৯.২৩ লক্ষ টাকা এবং উপকারভোগীদের সংখ্যা ৯,৩১৪ জন।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি: ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে 'অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনগ্রসর উপকারভোগীর বয়স্ক/বিশেষ ভাতাভোগী ৪৫,২৫০ জন, ৪টি স্তরে শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণকারী ২১,৯০৩ জন, আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ১,২১০ জনসহ মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৮,৩৬৩ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৫৭.৮৭ কোটি টাকা।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ হিজড়াদের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রথমবারের মত ৭টি জেলায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে দেশের সকল জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫,৭৪৫ জন হিজড়াকে সহায়তার লক্ষ্যে ৫.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ এ কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত ৫০ লাখ হত দরিদ্র পরিবারকে (বিধবা, বয়স্কা, পরিবার প্রধান নারী, নিম্ন আয়ের দুঃস্থ পরিবার প্রধানকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রতি বছর কর্মাভাবকালীন ৫ মাস ১০ টাকা কেজি দরে এ কর্মসূচির তালিকাভুক্ত পরিবারে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) এ কর্মসূচিতে ৪.৫০ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২,৮১৬.৭২ কোটি টাকা আর উপকারভোগী ছিল ৬২.৫০ লক্ষ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে ৬২.৫০ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ২,৫৪৩.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ওএমএস কর্মসূচিঃ নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী (চাল ও আটা) বিক্রয় করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) এ কর্মসূচিতে ২.৯৮ লাখ মে. টন চাল ও ২.৮৩ লাখ মে. টন গমের ফলিত আটা বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয় ১,৯৪৩.৫৮ কোটি টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বরাদ্দ হয়েছে ১,৭২০.১৩ কোটি টাকা হয়েছে।

পুষ্টিচাল বিতরণঃ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় ২০১৪ সালের প্রথমার্ধ থেকে দু:স্থ জনগোষ্ঠী উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচিতে তিনটি জেলার ৫টি উপজেলায় উপকারভোগীদের মধ্যে পুষ্টিচাল বিতরণের কাজ ধাপে ধাপে প্রচলন করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে ভিজিডি কর্মসূচিতে আরও নতুন ৭০টি উপজেলাসহ সর্বমোট ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে।

এছাড়া, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ভিটামিন এ, বি১, বি১২, ফলিক এসিড, আয়রণ ও জিংক সমৃদ্ধ পুষ্টিচালও বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম সদর ও ফুলবাড়ী উপজেলায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে আরোও নতুন ৫০টি উপজেলাসহ সর্বমোট ১৫০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ২৫১টি উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে যথাক্রমে ৮২৬.৪৪ কোটি ও ১,৫০০ কোটি বরাদ্দ রাখা হয়। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে কাবিখা'তে এ বরাদ্দ বাড়িয়ে ৮৭৬.২৭ কোটি টাকা করা হয়েছে এবং কাবিটা'তে এ বরাদ্দ ১,৫০০ কোটি টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

ভিজিএফঃ সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি করে ২ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৯৬১.৯৬ কোটি টাকা এবং বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বরাদ্দ হয়েছে ৯৯১.০৭ কোটি টাকা।

টি আরঃ দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি নগদ অর্থ হিসেবে টিআর সহায়তা প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১,৪৫০.০০ কোটি টাকা। বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বরাদ্দ অপরিবর্তিত আছে। এই কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩.৬৯ লক্ষ জন।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ এ কর্মসূচি প্রথম ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ১০০ দিনের কর্মসৃজন হিসেবে আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে পল্লী অঞ্চলে অতিদরিদ্র ও কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে

সারাদেশে এ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো (ক) বাংলাদেশের অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি (খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা এবং (গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ১,৮৩০.০০ কোটি টাকা ও উপকারভোগীর সংখ্যা ৫.১৮ লক্ষ জন।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প

আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে এ পর্যন্ত ২,১৭৬টি প্রকল্প গ্রাম তৈরীপূর্বক ১,৬৮,০৪৮টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে, নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে ১,৫৩,৮৫৩টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে এবং বিশেষ ডিজাইন (তিন পার্বত্য জেলা ও বরগুনাতে টং ঘর) এর ৬০০টি গৃহ নির্মাণপূর্বক পুনর্বাসন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ণ তহবিলের অর্থায়নে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত ১,১০০ টি পরিবারের জন্য ১,১০০টি ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষে ২ শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানপূর্বক দুই-কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা একক গৃহনির্মাণের মাধ্যমে ২,৩৭,৮৩১টি পরিবারকে গৃহ প্রদানের লক্ষ্যে গৃহ নির্মাণের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, ২০২০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে ১ম পর্যায়ে নির্মিত ২০টি বহুতল ভবনে ৬৪০টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে ১টি করে ফ্ল্যাট প্রদান করেন। খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে ২য় পর্যায়ে ১১৯টি বহুতল ভবন নির্মাণ করে ৩,৭৬৯টি পরিবার পুনর্বাসন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভবিষ্যত পরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশের ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হবে।

গৃহায়ন তহবিল

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকরণ তথা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ তহবিল হতে মাত্র ১.৫ শতাংশ সরল সুদে ঋণ গ্রহণ এবং ৫.৫০ শতাংশ সরল সুদে সর্বোচ্চ ৭ বছর মেয়াদে সুবিধাভোগীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণ করে থাকে। বর্তমানে গৃহপ্রতি ১,৩০,০০০ টাকা ঋণের সিলিংয়ে দেশব্যাপী ৬৬৯টি সংস্থার মাধ্যমে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংস্থাগুলোর অনুকূলে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ৫৩৬.৬০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ৯৯,১৭২টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

কোভিডসৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবিলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গৃহঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতারদের ০১/০৪/২০২০ তারিখ হতে ৩১/১২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত পরিশোধযোগ্য ঋণের কিস্তি স্থগিত এবং উক্ত সময়ের কিস্তির সুদ ৫০ শতাংশ মওকুফ করা হয়েছে। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ১০,০০০টি গৃহ নির্মাণের জন্য ৬১টি সংস্থার অনুকূলে ১৩০.০০ কোটি টাকার বিশেষ ঋণ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৭০.৭২ কোটি টাকা ঋণ ছাড়ের মাধ্যমে ৫,৪৪০টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম ছাড়াও গার্মেন্টসে কর্মরত দরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা জেলাধীন সাভারের আশুলিয়ায় ৭৪৪ জন মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকের আবাসনের লক্ষ্যে ১২ তলা বিশিষ্ট একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া বেপজার আওতাধীন মোংলা ইপিজেডস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য ২৬.২৭ কোটি টাকায় হোস্টেল নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। উক্ত হোস্টেলটিতে ১,০০৮ জন মহিলা শ্রমিককের আবাসনের সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া, শহরের বস্তিবাসী/ছিন্নমুল পরিবারকে তার নিজ এলাকায় পুর্নবাসনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির অনুকূলে ১৯১টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ২৯.৯২ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে দারিদ্র্য হ্রাস এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে স্বাবলম্বী করতে এই বিভাগের বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক বেশ কিছু প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি প্রকল্পের এবং বিভাগের অধিভুক্ত কয়েকটি সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়

দেশের দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত) মোট ৬,৬৮,২৩০ জন সমবায়ীকে (নারী-পুরুষ উভয়) বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটির সাংগঠনিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে: সমিতি গঠন ১০,০৩৫ টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি ১৪,৫০,০০০ জন। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ৯,২৫৬ টি সমিতি গঠন এবং ৯,২৮,১০৮ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে ৪,২৫,৬১০ জনকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ যেমন: বিশেষ প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তর

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিশেষত নারী উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা সমবায় সমিতিগুলো বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে নিজেদের তথা সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে সমবায় সমিতিসমূহ প্রাথমিক, কেন্দ্রীয়, জাতীয় ও দেশব্যাপি এই চার স্তরে সংগঠিত। বর্তমানে (সেপ্টেম্বর'২২ পর্যন্ত) সারা দেশে মোট নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯২,০৫০টি। তন্মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯০,৫৮৫টি, কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা ১,২১১টি, জাতীয় সমিতির সংখ্যা ২২টি এবং দেশব্যাপি সমবায় সমিতির সংখ্যা ২৩২টি। সমবায় সমিতিগুলোর সর্বমোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,২১,৪৭,৮৩৮ জন, পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২,৬৯৬.০১ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ প্রায় ১৪,২৫৩.৫৬ কোটি টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২২,৬৪০.১৪ কোটি টাকা। বাংলাদেশে সমবায় কর্মকান্ডকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' প্রকল্প, 'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ' এবং 'দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প তিনটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিআরডিবি পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক এবং বিত্তহীন নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে সংগঠিতকরণ, নিবিড় প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ, নিজস্ব মূলধন গঠন, সম্পদ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, ক্ষুদ্র ও এসএমই ঋণ বিতরণ এবং পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠনসহ বহুমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১১৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি সারাদেশে সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করছে।

বিআরডিবি বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ও অন্যান্য কর্মকান্ড ভিত্তিক এডিপিভুক্ত ৭টি প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিআরডিবির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো হচ্ছেঃ ক) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)-২য় পর্যায়; খ) অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩); গ) গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প ঘ) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি ঙ) পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)-৩য় পর্যায়; চ) দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি (ইরেসপো) ২য় পর্যায়; এবং ছ) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) (বিআরডিবি'র অংশ)। এছাড়া, বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ঋণ কার্যক্রমসহ ৬টি কর্মসূচি চলমান আছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত বিআরডিবি ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট

২১,৮১০.৪৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময় পর্যন্ত ১৯,৭৩১.১৮ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। বার্ড তাঁর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ৮,৯০৪ টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে যার মাধ্যমে ৩,০৪,৫৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বার্ড ৭১৮টি গবেষণা পরিচালনা করেছে এবং বর্তমানে ৩২ টি গবেষণা চলমান আছে। বার্ড বর্তমানে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) এর আওতায় সংগঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রভাব , চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4 IR) এবং কর্মসংস্থানের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের গ্রামীণ যুবকদের প্রস্তুতি, নারীদের পেশাগত পরিবর্তন: গত তিন দশকের প্রবণতা, আইলবিহীন কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা: বার্ডের প্রায়োগিক গবেষণার আলোকে একটি সমীক্ষা, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিবাহ বিচ্ছেদ: প্রতিকার ও উন্নয়নে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান করে। আরডিএ মার্চ ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ১৭৪টি ব্যাচে ৩১,৩১৪ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৬,৫০,২৩১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মার্চ ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত আরডিএ-তে মোট ৯টি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৫৩৭টি গবেষণা ও ৪৭টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে এবং ৪টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প চলমান আছে। এছাড়াও আরডিএ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথম বারেরমত 'পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট' কোর্স চালু করা হয়েছে; ২০২২ সাল পর্যন্ত মোট ১১৩ জন গ্রাজুয়েট এই ডিগ্রী অর্জন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। আরডিএ ক্রেডিটের আওতায় এ পর্যন্ত ৩৮৫টি উপ-প্রকল্প এলাকা মোট ২৯,৭৯২ জন সদস্যকে মোট ১৬৪.৭৩ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে ঋণ আদায় ১৫৮.২৩ কোটি আদায়ের হার ৯১.৭৪ শতাংশ ।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) পল্লীর দরিদ্র্য সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, আয় উৎসারী ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয় আহরণ, দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, কর্ম ও নবসম্পদ সৃজন, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী পুরুষের সমতা বিধানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণের সুফলভোগী সদস্যেদের ক্রমপুঞ্জিত ২১,৪৯৪.৪৫ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ ঋণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ১৫,৫৭১ জন সুফলভোগীকে ৩১৩.৫২ কোটি টাকা প্রণোদনা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৮৫ লক্ষ লোক পিডিবিএফ-এর সেবা গ্রহণ করেছে এবং তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনই ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে ৩৬টি জেলার ২০০ টি উপজেলায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় ডিসেম্বর,২০২২ পর্যন্ত সময়ে গ্রাম পর্যায়ে ৯,৫৮৬ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,৪৬,৬৯৯ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের শতকরা ৯৪ ভাগই মহিলা। এ সকল সদস্যকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কার্যক্রমে এ যাবত ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ১,৭৫২.১২ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ১,৪৯৮.৯৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়। ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৭.৫১ ভাগ।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। একাডেমিটি মূলত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন প্রতিষ্ঠানটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এছাড়া, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এবং বিত্তহীন ও বেকার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে বাপার্ড প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জানুয়ারি ২০১০ হতে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক এবং দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে মোট ৩৫,৫৫৮ জনকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২,৯৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের পন্থা উদ্ভাবনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২৫ টি শিরোনামে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

বেকারদের আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম

দেশের বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে সারা দেশে ২৭৫টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাংকের অর্থায়নে এ পর্যন্ত ৯,১৪,৩৩২টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে মোট ৩৩,০০,৭৩৮ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ দেশের বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ০৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা Start up প্রোগ্রাম হিসেবে অভিহিত করেছেন। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২.০০ লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদের মাঝে ঋণ প্রদানের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ১,৪৬,৬৭৫ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ২,৫৯০.১৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি

ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৬,৫৮,৫২৯ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ৭,৩৩৯.১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত ৭,১৩৩.১৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

- **শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা অবসর প্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা (শিকাশ্র)**

  শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ব্যাংক কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসর প্রাপ্ত শ্রমিক/কর্মচারীদের পুনরায় আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসূচিটির আওতায় ২০,১৯১ জন শ্রমিক/কর্মচারীকে ১১২.১৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে ১০৫.২৫ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

- **কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি (কৃভিশি)**
  অর্থ বিভাগের সহযোগিতায় কর্মসংস্থান ব্যাংক ঘূর্ণায়মান তহবিলের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৬৯.২৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এতে কৃষিভিত্তিক শিল্পে নিয়োজিত ২,৩৯৯ জন উদ্যোক্তা সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

- **COVID-19-এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচি**
  নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি উৎপাদন এবং সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্তে ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে মূলধন ঘাটতি পূরণ বাবদ ৫০০.০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ৩৬,৪২৬ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৬৩৪.৮০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- **COVID-19 এর চলমান সংক্রমণের কারণে আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নআয়ের মানুষের অনুকূলে নতুন ঘোষিত ৪নং প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সহায়তা কর্মসূচি**

  উক্ত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় COVID-19--এর চলমান সংক্রমনের কারণে আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নআয়ের মানুষের অনুকূলে এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে মূলধন ঘাটতি পূরণ বাবদ ৫০০.০০ কোটি টাকা সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন এবং ছাড়করণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ২২,৯৯২ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৫০৩.৩৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- **বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ কর্মসূচি**

  বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে কর্মসংস্থান ব্যাংক ৪টি ঋণ দান কর্মসূচি শুরু করে। তাছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম কর্মসূচিটি চালু করে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক-এর অনুকূলে 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' **কর্মসূচির** আওতায় ঋণ কর্মসূচি চালু করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১,০৫,৮২৬ জন উদ্যোক্তার মাঝে ১,৮৩২.০৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণি ১৩.৮ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১৩.৮: কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের তথ্য

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	বিতরণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়ের হার (%)	সুবিধাভোগী (জন/সংখ্যা)	কর্মসংস্থান সৃষ্টি (জন/সংখ্যা)
১	বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচি	৮৯০.৮৪	৫৩২.৬০	৪৯০.১৯	৯২	৫১৫০৩	১৮৫৯২৬
২	COVID-19-এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচি	৬৩৪.৮০	৫৯৭.০৭	৫৫৭.৬৭	৯৩	৩৬৪২৬	১৩১৪৯৮
৩	COVID-19-এর চলমান সংক্রমনের কারণে আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নআয়ের মানুষের অনুকূলে নতুন ঘোষিত ৪নং প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি	৫০৩.৩৩	২১৯.০৫	২০১.১৯	৯২	২২৯৯২	৮৩০০১
৪	নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি	৭৩৩৯.১২	৭৪৪৫.১৪	৭১৩৩.১৯	৯৬	৬৫৮৫২৯	২৩৭৭২৮৯
৫	বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা বেকার যুব মহিলাদের জন্য ঋণ কর্মসূচি	১.৭৫	০.৩৮	০.৩৪	৮৯	৯৭	৩৩১
৬	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) বেকার যুবদের উন্নয়নে ঋণ কর্মসূচি	১.৯২	০.২৯	০.২৬	৯০	১১৬	৪৪২
৭	সাপোটিং পোস্ট কোভিড-১৯ স্মল স্কেল এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন প্রজেক্ট (SPCSSECP)	১.৪০	--	--	--	৫৬	২০৩
৮	**বিশেষ কর্মসূচি**						
	ক) শিকাশ্র ঋণ কর্মসূচি	১১২.১৪	১১০.৬৬	১০৫.২৫	৯৫	২০১৯১	৭২৮৮৯
	খ) কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা	৬৯.২৭	৮১.১৩	৭৯.৭৩	৯৮	২৩৯৯	৮৬৬০
	গ) বাংলাদেশ ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচি	৯৭৮.৯২	১০১৬.৬৭	৯৮২.২৩	৯৭	৫৮৯৯০	২১২৯৫৪
	ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি	১৫.০০	১৬.৫৫	১৬.২৪	৯৮	১২৫০	৪৫১৬
	ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত তহবিলের আওতায় বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচি	৮৩৮.১১	৫৫৪.৯৫	৫০১.৪৩	৯০	৪৫৫৮৬	১৬৪৫৬৫
৯	অন্যান্য	৫৩৯.৯৩	৩৬৪.৮০	৩৬৩.৫৮	১০০	১৬১৯৭	৫৮৪৭১

উৎসঃ কর্মসংস্থান ব্যাংক।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা বিবেচনায় অতিদরিদ্র, মাঝারি-পর্যায়ের দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পিকেএসএফ আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি নানাবিধ অ-আর্থিক সেবাদি প্রদান করছে। সমাজে 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়' বরং সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিচালিত পিকেএসএফ-এর কর্মপরিসরে নিহিত রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন, সমন্বিত উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, উদ্যোগ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, দক্ষতা উন্নয়নসহ বহুমাত্রিক উন্নয়নের ধারণা। ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সারাদেশে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ২৮৩টি। সংস্থাসমূহের সংগঠিত সদস্য সংখ্যা ১.৮৫ কোটি, যার মধ্যে প্রায় ৯১ শতাংশ মহিলা। উল্লিখিত সময়ে মাঠ পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবা গ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা ১.৪১ কোটি, যার মধ্যে মহিলা ৯২ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রথম ছয় মাসে সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে বিভিন্ন খাতে পিকেএসএফ-এর আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৩,২৫৮.৫১ কোটি টাকা। বর্ণিত সময়ে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৫১,৫৪৮.০৭ কোটি টাকা। শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সহযোগী সংস্থা ও সদস্য পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত আর্থিক সহায়তার পরিমাণ যথাক্রমে ৫২,৩৫৩.৪৫ কোটি ও ৫,৯১,৯৪১.৪২ কোটি টাকা।

এছাড়া, কোভিড-১৯ মহামারির নেতিবাচক প্রভাব কমাতে পিকেএসএফ তার সদস্যদের বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছে, সেইসাথে ঋণগ্রহীতাদের বিভিন্ন আর্থিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে স্বাভাবিক অর্থপ্রবাহ বজায় রাখার কৌশল গ্রহণ করেছে। নিয়মিত অর্থায়নের পাশাপাশি পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার অনুকূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে প্রাপ্ত ১,০০০.০ কোটি টাকা এবং পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল থেকে ১০০.০ কোটি টাকাসহ মোট ১,১০০.০ কোটি টাকা Livelihood Restoration Loan (LRL) নামে বিতরণ করেছে। উল্লিখিত অর্থ ব্যবহার করে সহযোগী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ৫.২৭ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে প্রায় ১,৮০৬.২৫ কোটি টাকা অর্থায়ন করেছে। উন্নয়ন সহযোগী এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও ইফাদ থেকে দু'টি প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত প্রাপ্ত ৬৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল হতে কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও অ-আর্থিক পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল

গ্রামীণ দুস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা ঘূর্ণায়মান আকারে ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলার মাধ্যমে মাথাপিছু ৫,০০০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ফেব্রুয়ারি/২৩ পর্যন্ত ২,২৭,০৩৭ জন ঋণগ্রহীতার মাঝে ঘূর্ণায়মানভাবে মোট ৮৭৬.৭৯ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিবীক্ষন

ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণার্থে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর মাধ্যমে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য আইন-বিধি প্রণয়ন, সার্কুলার জারি, অন-সাইট ও অফসাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। ক্ষুদ্রঋণ খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকিং খাতের ন্যায় এ খাতে MF-CIB (Microfinance Credit Information Bureau) প্রতিষ্ঠার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এমআরএ কর্তৃক ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৮৮১ টি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান করা হয়েছে এবং নানা অনিয়মের অভিযোগে ১৪৩টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ৭৩৮টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান দেশের ৪ কোটির অধিক গ্রাহকের জীবনমান উন্নয়নে ঋণসেবাসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করছে। মূলত দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য

ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এনজিওগুলো কাজ করছে। নিচে প্রধান ৭টি এনজিও'র সার্বিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

ব্র্যাক

ব্র্যাক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারি সংস্থা। ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কর্মসূচী ছাড়াও এই সংস্থাটি বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মসূচীর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, সুরক্ষা, পানি-পয়:নিষ্কাশন সেবা, স্বাস্থ্য, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ, অতিদারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, আইনি সহায়তা, আর্থিক সেবা, প্রাক-অভিবাসন সেবা, অভিবাসন চলাকালীন সেবা, বিদেশ ফেরত শ্রমিকদের পুনর্বাসন সেবা এবং সর্বোপরি সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠির মানুষ যেমন অতিদরিদ্র, হাওর ও চরবাসি এবং দুঃস্থ নারীদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা প্রদানসহ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের গঠনমূলক প্রশিক্ষন প্রদান করে থাকে। ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সংস্থাটির মোট ঋণ বিতরন ও আদায়ের পরিমান যথাক্রমে ৩,৮৭,৫৬৯.৮১ কোটি ও ৩,৫১,৯১০.১৪ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে প্রদানকৃত উক্ত ক্ষুদ্রঋণ সুবিধার আওতায় মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ৮৭,৩১,৯৫৪ জন যার মধ্যে ৮৯ শতাংশই মহিলা।

আশা

১৯৯১ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আশা কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত আশা ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ৩,২০,৩৮৮.৫৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময়ে সংস্থাটি থেকে মোট ৭,৩১২,৫৫০ জন সদস্য ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন, যাদের প্রায় ৯০ শতাংশই মহিলা।

ব্যুরো বাংলাদেশ

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যুরো বাংলাদেশ দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯৫টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) ১৮,১৪,৫৬৪ জন উপকারভোগীর মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। উপকারভোগীদের প্রায় ৮০ শতাংশই মহিলা।

কারিতাস

কারিতাস দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ঋণ সহায়তাসহ আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে দেশের ২৬টি জেলার ৬৩টি উপজেলার ৬২৫টি ইউনিয়নের ৫,৯৪৫টি গ্রামে কারিতাসের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ২,৭১,৫২১ জন উপকারভোগীর মধ্যে কারিতাস মোট ৬,৩৮৫.৯২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ এবং ৫,৯১৮.৬৮ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। উপকারভোগীদের প্রায় ৮৭ শতাংশই নারী।

শক্তি ফাউন্ডেশন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, বগুড়া ও অন্যান্য বড় শহরের বস্তিতে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের ঋণ সুবিধা প্রদানে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাটির মূল কার্যক্রম। এছাড়া, দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবাসহ নানা ধরনের সমাজ উন্নয়নে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ফাউন্ডেশনটি ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ১৭,০২৫.৩৬ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। একই সময়ে ১৪,৭৪২.১৩ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

টিএমএসএস

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে টিএমএসএস ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশের ৫৯টি জেলার ৩৮৪টি উপজেলায় সংস্থাটি ঋণ দান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৮৩,৫৮,৫৬৫ জন উপকারভোগীর মাঝে টিএমএসএস মোট ৩৬,৪৮২.০৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

প্রশিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে ১৯৭৬ সালে মানিকগঞ্জ থেকে প্রশিকার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ৫৫টি জেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ৯,৯৯৯.৬১ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। একই সময় পর্যন্ত প্রশিকা থেকে ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন ৩২,৭১,৪৩০ জন দরিদ্র মানুষ। উল্লিখিত এনজিওগুলো ছাড়াও আরও বহু এনজিও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্ণিত এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সারণি ১৩.৯ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৯: প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

এনজিও সমূহের নাম	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	ক্রমপুঞ্জিভূত (ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত)
ব্র্যাক									
বিতরণ	১৯২৯৮.২৮	২৪৩০২.৭৮	২৯৩১৭.১৩	৩৫৫৬২.৭৬	৪৩১৭১.৫৮	৩৮৪২৬.২৯	৪২৩৬৩.৯২	৫৮৩২৬.০৮	৩৮৭৫৬৯.৮১
আদায়	১৭১১৩৪.৮১	২১৫৬৩.৬৬	২৬৪৮৬.৮৫	৩১৫৫১.৪১	৩৮৯৫৬.৫৫	৩৩৩১২.৭১	৪৩,৪৫৮.৮৬	৫১৬৯৩.৬৮	৩৫১৯১০.১৪
সুবিধাভোগী	৫৩৭৭৯৫১	৫৯৫৭৯৫৪	৬৪৮৩৪৮৬	৭১১৪৭২৬	৭৪৯৬৩৮৩	৮১২৭৯৪২	৮৩৭৮০৩১	৮৭৩১৯৫৪	৮৭৩১৯৫৪
মহিলা	৪৬৭১০০৪	৫১৮৮২০৬	৫৬৩৩১২১	৬১৬৫১১৯	৬১৬৩৩৯২	৬৮২৭৪৯৬	৭,০০৭,৫৫১	৭৮১১৯৬৫	৭৮১১৯৬৫
পুরুষ	৭০৬৯৪৭	৭৬৯৭৪৫	৮৫০৩৬৫	৯৪৯৬০৭	১৩৩২৯৯১	১৩০০৪৪৬	১,৩৭০,৪৮০	৯১৯৯৮৯	৯১৯৯৮৯
আশা*									
বিতরণ	২৫৯০৫.৬৮	২৬৯৫৮.৬৩	২৯৮৩১.৪২	২৯৬৮১.৪২	২৮৩৬৮.৩১	২৫২১৫.৫৭	২৮৫৬৭.৬৩	৩৯৩৯৬.৩৪	৩২০৩৮৮.৫৮
আদায়	১৭৬৫০.০৮	২৩৫১৫.৩৭	২৭০৩৬.৪১	২৮৯৫৩.৩৪	২৯১০৪.৩৫	২৪২৬২.০৬	২৯৫৩৯.২৭	৩৩২৬৭.৮২	২৯২৭৮৫.৪২
সুবিধাভোগী	৭৬৮৬২৫৫	৭৮৩৯১১৯	৭৮৩৯১১৯	৭৫৭৭৩৫৫	৬,৮২,৮,৬৯৮	৬,৭৬৬,৯০৬	৬৯৮৭৬০৯	৭৩০২৮০৯	৭৩১২৫৫০
মহিলা	৭০৩৩৫২১	৭১৭১২৭১	৭১৭১২৭১	৬৯৩০৪৭৪	৬,২৩০৯২৬	৬,১৪৩,৬৫৭	৬৩২৬৭০৫	৬৫৫৯৪০৩	৬৫৪৬১২৪
পুরুষ	৬৫২৭৩৪	৬৬৭৮৪৮	৬৬৭৮৪৮	৬৪৬৮৮১	৫৯২,৭৭২	৬২৩,২৪৯	৬৬০৯০৪	৭৪৩৪০৬	৭৬৬৪২৬
বুরো বাংলাদেশ									
বিতরণ	২৬৩০.০২	৩৯৫১.৫৪	৫৪৩৯.৩৮	১০৪৬০.৫০	৯১৪৮.৫	৮২২০.৪	৭৬০৮.৪	-	-
আদায়	২৩৫৫.৮৮	৩১৫৪.৮১	৪৬০৪.৮২	৮৯৭৮.৮০	৭০৯৫.৩	৭১৭৪.০৮	৮০৪১.০	-	-
সুবিধাভোগী	১২৬৯৪১১	১৩৫৬৫৭২	১৪৪৯০৮৫	১৬৪৯৯২৩	১৬৬২৬৮৯	১৯৬৩০৬০	১৮৬২৪৬১	-	-
মহিলা	১১৬৮৯৪৫	১২৪১৬৮৭	১৩২৯৭১৯	১৫০১৫৬৪	-	-	-	-	-
পুরুষ	১০০৪৬৬	১১৪৮৮৫	১১৯৩৬৬	১৪৮৩৫৯	-	-	-	-	-
কারিতাস									
বিতরণ	৩১৭.১৬	৩৮০.৪৫	৪৪৮.৫২	৪৮৩.২০	৫৪২.১৬	৪৫৮.৪৯	৫৯৪.৩৭	-	৬৩৮৫.৯২
আদায়	৩১০.০৭	৩৪৬.৫৫	৪১২.০৫	৪৬২.২১	৫০৯.৮৫	৪২২.১১	৫৪৩.২৭	-	৫৯১৮.৬৮
সুবিধাভোগী	২৯২১৭	৬৬১৯	২৫২৬	৪০৭০	২৩০৩	৫২২	১৩৮২৯	-	২৭১৫২১
মহিলা	১৮৪২১	৭৮৩২	২৪২৯	২১৫৪	২৬১৯	১৫৩	১২৩৩৪	-	২৩৫৫৯৭
পুরুষ	১০৭৯৬	১২১৩	৯৭	১৯১৬	-৩১৬	৩৬৯	১,৪৯৫	-	৩৫৯২৪
শক্তি ফাউন্ডেশন**									
বিতরণ	৭৪৫.৭৯	১০০১.৪৫	১১৭৫.০৩	১৩২২.৩৭	১৭৬৫.৬৮	১,২১৪.১৯	১৮৯৯.৭২	৩২৫২.৬৮	১৭০২৫.৩৬
আদায়	৬৬৯.৯৬	৮২৬.৪৯	১০১৭.০২	১২৩২.৮১	১৫০৭.৪৮	১,২২৬.৬০	১৪৫৮.৯১	২৫২৯.২৯	১৪৭৪২.১৩
সুবিধাভোগী	-	-	৫২১৭৫১	-	-	-	-	-	৪২১৬১৫
মহিলা	-	-	৫০৭৬২৮	-	-	-	-	-	৪০৯৮১১
পুরুষ	-	-	১৪১২৩	-	-	-	-	-	১১৮০৪
টিএমএসএস									
বিতরণ	২৯৬৩.৮০	২৬২৩.৯৮	৩৩০৫.৮৫	৪২৪৫.০৩	৪৮১৭.৭১	৪৩৯১.৩১	৪৮৯৫.৯৯	-	-
আদায়	২৫৪০.৪২	২৪৬০.৩৫	২৯১৮.২৮	৩৮৩৮.৮৪	৪৪৮০.৪১	৪০৯৬.৪৪	৪৬২০.০০	-	-
সুবিধাভোগী	৫১৯১১৮	৪৫৯৫৫৮	৫০৩৯৪২	৫৭৬৬৮৩	১০৮৩৬০	৮৬১৩৪৯	৯৫০৭৬০	-	-
মহিলা	৪৯৯৯১০	৪৪১১৭৬	৪৯২৭২২	৫৬৮২০৭	৬০৯৭২	৭৮৪৬৫৯	৮৬৮৭০৯	-	-
পুরুষ	১৯২০৮	১৮৩৮২	১১২২০	৮৪৭৬	৪৭৩৮৮	৭৬৬৯০	৮২০৫১	-	-
প্রশিকা									
বিতরণ	২১৯.৫১	১৭৮.০২	২৫৫.৭৫	৩৫১.১৮	৫৩৯.৫২	৫৫০.২৫	৯৮৩.২৮	১৭৩৫.৮৮	৯৯৯৯.৬১
আদায়	২১৫.২২	১৬২.৭৮	২৩১.৬২	২৯৭.৮৫	৪৭৩.৫২	৫০২.৩২	৮৫৫.৯৪	১৪৯৮.২৬	৯৩০২.৭৩
সুবিধাভোগী	৯২৫৩৫	৭৯১১৯	১১০৪৮৩	১৪০৪৭১	২৪০৩৩৫	৩১৪৬৫৪	৩৯১৬৭০	৪৬৩৯৩৩	৩২৭১৪৩০
মহিলা	৭৪২১৫	৫৩৮০১	৭৮৪৪৩	১০৩৯৪৯	১৮৬২৬৬	২২৯৯৮৪	২৯৩১৩৬	৩৫৭৮৬১	২১২৪৩৯০
পুরুষ	১৮৩২০	২৫৩১৮	৩২০৪০	৩৬৫২২	৫৪০৬৯	৮৪৬৭০	৯৮৫৩৪	১০৬০৭২	১১৪৭০৪০

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহ।

*আশা ফেব্রুয়ারি,২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত, ** শক্তি ফাউন্ডেশন ফেব্রুয়ারি,২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত।

গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৮৩ সালে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি মূলত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে ৬৪ জেলার ৪৭৯ উপজেলার ৮১,৬৭৮টি গ্রামে ৯৩.১৩ লক্ষ সদস্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। সদস্যদের প্রায় ৯৭ শতাংশই মহিলা। ব্যাংকটি ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ২,৭৯,৯৬৪.১৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং একই সময়ে ২,৬৪,৪৯৮.৯৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। সারণি ১৩.১০ এ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১০: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

উপাদান	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	ক্রমপুঞ্জিত ফেব্রুয়ারি ২০২৩
বিতরণ	২০৭৮৯.১১		১৭০৪৪.৯২	২০৫০১.৭০	১৯৫৪৭.৯৯	২৫৫১১২.৩২	২৭৯৯৬৪.১৯
আদায়	১৮২৭০.১৩	২২৫৫৯.৭৫৫	১৬৬৯৪.০২	২০৪৯০.০৩	২১১৫০.৩০	২৪১৩৪৫.৭৮	২৬৪৪৯৮.৯৭
আদায়ের হার	৯৯.২২	৯৯.১৩	৯৯.০৩	৯৯.২৯	৯৫.২৫	৯৭.১৯	৯৭.০৬
সুবিধাভোগী	৮৯১৫৪৯১	৮৯৮৬০৫০	৯১৩২৯৬৬	৯৩১৩৫১৩	৯৩৮৭৫০৫	৯৬১২৭৬৭	১০৩২০৮৫৫
মহিলা	৮৬০৯৮৯	৮৬৮৯০০৪	৮৮৩৪৭০৬	৯০১৩৭৬২	৯০৮৪৭৬৫	৯৩০৫৪৩২	৯৯৯৩৫০০
পুরুষ	৩০৫৫৯৮	২৯৭০৪৬	২৯৮২৬০	২৯৯৭৫১	৩০২৭৪০	৩০৭৩৩৫	৩২৭৩৫৫

উৎস: গ্রামীণ ব্যাংক

তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বিশেষায়িত কিছু সংস্থা ও এনজিও ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকগুলোও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারণি ১৩.১১ এ রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১১: তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

ব্যাংক	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
সোনালী ব্যাংক										
বিতরণ	১০৬৩.১৫	১০৪১.০০	১১২৭.০০	১১৮৭.৩০	১১৭০.২১	১২৫৮.৫১	৭৭১.৫১	৯৯৫.৬৬	১৯৬৬৩.৩৬	২০৮৩৯.৩৭
আদায়	১১৬৬.৯১	১২৪৪	১১৭৮	১৩০৬.০৮	১২৬৭.৯০	১৩৭৮.৭৮	৮১৮.৬৩	২১৬৩১.৭৯	৯০৫.৫১	২২৭৫২.৯৮
আদায়ের হার (%)	১০৯.৭৬	৪৫.০০	৪৬.০০	৪৬.০০	৪২.৫২	৪৮.৪৭	৩৮.৪৭	৩৯.২৯	৮৪.১৭	৭৯.৯২
সুবিধাভোগী	২৬২১৪৯	২২৯৭৭৩	২০৮৪৩২	২৯১৪২৯	৩১১০৫৮	১৫৭৫১৮	১৬৬২২৯	২৮৫৫৪৮	৮৪৫১৩৯৭	৮৫৯৬২৩৫
অগ্রণী ব্যাংক										
বিতরণ	৬০২.০০	২১২০.৫০	১৭৮২.০২	৮৯৮.০০	২৭৪৮.৭৭	৩৩৪০.৯৪	৪১৫৯.০০	৬৮৩৩.৭৬	৪৩১৬.৪০	৩৬১৫৯.৪৩
আদায়	৫২৮.০০	৩০৫১.৮৫	৩০০৭.৮৬	৯৯৬.০০	১৭৬৭.৮৫	১৪২৯.৩০	৩৫৩০.১০	৫৫৯৯.৮৯	৪১২৯.৭৫	৩০৩৬৩.৬০
আদায়ের হার (%)	৮৭.৭১	৭৪.০০	৬৭.০০	৮৮.০০	৬৪.৩১	৬২.০০	৭২.১১	৭২.৭৮	৮১.৯৫	৭২.৫৩
সুবিধাভোগী	১৩২৩১৭	১২৮৮৫০	৯২৬৩৬	১৫০১৩৯	৩০৬৯৮	১৮৭৮০	২৩০৫৩	২৮৬৩১	২৬০২৩	১২৬৪৫২
জনতা ব্যাংক										
বিতরণ	৭৩৭.৩	৭৫১.৫৭	৭৪৪.৮২	৪৯৫.৫৭	৭৫১.৩৬	৫৯৭.৭৭	৭৩৩.১৩	৩৪৫.৪৩	৪৭৬.১৮	৫০৫.৫০
আদায়	৬৪১.৩৫	৬৯৮.৯১	৬৯১.২৩	৪৯০.২৩	৬৭৮.৫৭	৫৭০.৮৫	৭২২.৪২	২৭৬.৪৪	৪৩৫.৯০	৪৪৯.৯০
আদায়ের হার (%)	৮৬.৯৯	৯৩.০০	৯৩.০০	৯৯.০০	৪৮.০০	৫১.৪৮	৬১.০৭	৩৬.৬৪	৩৪.২৯	৪০.২২
সুবিধাভোগী	৫৪৮১৩৪	১০৪৫৬৩	৫৫৩৪১৩	৫৫২৩৯২	৭৫৩৭৮৫	৫৫৪৫৪৫	৫৪৭৩৬৬	-	৫৫৪৯৪৫	৫৮২০৪৬

ব্যাংক	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
রূপালী ব্যাংক										
বিতরণ	৬৬.২৫	৭৭.৬৯	৯৬.৮৪	২০২.৩৪	৮১৪.৬৫	৮৫৮.৭৬	১২৪০.৪৬	১৫৯৩.৩৫	১৮৫৫.৩৮	৩০১.৮৫
আদায়	৭৫.৪৮	৯০.১৯	১২২.৪৯	১৮২.১৮	৪৭৫.৩৭	৮৪৩.১৫	১২৯৯.২৮	১৮১৫.২	২০৮৯.৮৩	২২৬.৫০
আদায়ের হার (%)	১১৪.০০	১১৭.০০	১২৬.০০	৯০.০০	৫৮.০০	৯৮.০০	১০৫.০০	১১৪.০০	১১৩.০০	৫৭
সুবিধাভোগী	১৫০০০	১৫২৫৫	১৪৮৮৬	৩০৬৯৭	৩৪৭৩১	৩৫০২১	৩৮৩২৩	৪৭২২৭	৫০৮৭৬	-
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক										
বিতরণ	১০০.৪৯	৯৬.৫৬	৫৭.৬১	৩১.১৫	৭২.১১	৫৯.১১	৩৭.৮২	৩৬.৫৫	২৮.৬১	১০৪.১৫
আদায়	১০৯.৩৭	১০৬.৭৭	৫২.০৪	২১.১৩	৬৬.৪৯	৬৭.৪২	৩১.৩৫	৩১.৬০	২৮.৬১	১০০.৭৮
আদায়ের হার (%)	১০৯.০০	১১১.০০	৫৩.১৭	৬৭.৮৩	৯২.২০	১১৪.০৫	৮২.৮৯	৮৬.৪৬	১৩১.৩৫	৯৯.৭৬
সুবিধাভোগী	১৪৯১৯	১৬৫২৯	১৬০৪৪	৭২৫৪	১২০৮০	৬৩৭৫	৩২৪০	২৩২২	১৯৬৪	৭৭৪
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক										
বিতরণ	১৪৩০.৯১	১৫৩৬.১৮	১৬৩৬.৪২	১৮৩৩.৩২	২০৫০.৮৪	২৩৫৮.৯৮	২০৫১.৬৭	২৭৬২.৯৬	৩১৮৩.০৪	২৪৮৭.৬৮
আদায়	১৬৭৭.১৪	১৮২৭.১১	১৯৪৫.৮৫	২০৪৩.৯৬	২১৮৯.২০	২৫২৮.৭৯	২১৪২.৪০	২৭১৮.৯৩	৩২৮৯.৯৮	২৪৭৫.৬৭
আদায়ের হার (%)	৯৪.০০	১০২.০০	১২২.০০	১২০.০০	১২২.০০	১২৬.০০	৯৩.০০	১০৯.০০	১২৭.০০	৭০.০০
সুবিধাভোগী	২০২৫৩১	২০২২৪২	২০৩৩৭৫	২১২১০০	২০৩২৫৮	২০৩৬৪৭	১৬৫১০২	১৮৫৩২৪	১৯৮৩০১	১৫৭৯২০
মোট										
বিতরণ	**৪০০০.১**	**৫৬২৩.৫**	**৫৪৪৪.৭১**	**৪৬৪৭.৬৮**	**৭৬০৭.৯৪**	**৮৪৭৪.০৭**	**৮৯৯৩.৫৯**	**১২৫৬৭.৭১**	**২৮৩৯১.৫২**	**৬০৩৯৭.৯৮**
আদায়	**৪১৯৮.২৫**	**৭০১৮.৮৩**	**৬৯৯৭.৪৭**	**৫০৩৯.৫৮**	**৬৪৪৫.৩৮**	**৬৮১৮.২৯**	**৮৫৪৪.১৪**	**৩২০৭৩.৮৫**	**৯৭২৮.১৯**	**৫৬৩৭৪.৪৩**
আদায়ের হার (%)	**১০৪.৯৫**	**১২৪.৮১**	**১২৮.৫২**	**১০৮.৪৩**	**৮৪.৭২**	**৮০.৪৬**	**৯৫.০০**	**২৫৫.২১**	**৩৪.২৬**	**৯৩.৩৪**

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। * ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত।

দ্রষ্টব্য: আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সারণি ১৩.১২ এ কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১২: অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিত ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৫৮৫৬৯৪	৫৪৫৫৫৪	১১৩১২৪৮	২৮৬১.৫৮	৯৫.২৮
*ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	২৪৭	৬০৪৮	৬২৯৫	৪৬৫৫.১৩	৬২.৯৩
*সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৮৯৮১	১৮৫৬৫	২৭৫৪৬	৩১৮.৩১	৮৬
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৫	৩৭	৪২	২২.৮৮	-
*বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৫৩০৬৮২	১৩৪৪০২	৬৬৫০৮৪	১৪৩৫.০০	৯৫
*ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	-	-	-	১৩৫৫৩.১০	-

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ। * বেসিক ব্যাংক লিমিটেড (ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত) ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিঃ দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নানা ধরনের প্রকল্প/কর্মসূচির পাশাপশি সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই মডেলকে টেকসই করতে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। সারণি ১৩.১৩ এ কয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১৩: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	সংস্থা	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**বিআরডিবি**										
	বিতরণ	৮৮৪.৫৮	৯৮৫.৮৮	১০৬৫.৭৩	১১৭৩.৫২	১২৫২.৮৬	১২৮২.৪১	১০৫৫.৩১	১২৪৪.৩৯	১৩৬৩.৬৩	১০৫৬.৯১
	আদায়	৮১৬.৮০	৯১০.৪২	৯৯৭.৪৮	১১০৬.১২	১১৬০.২৯	১২৪১.৩২	১০০০.৭৪	১২৫০.৪৬	১২৯৯.৭১	১০৫০.৪০
	হার (%)	৯২.০০	৯২.০০	৭৩.০০	৯৪.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৬৭.০০	৭১.০০	৭২.০০	৬৮.০০
	পিডিবিএফ										
	বিতরণ	৭১৬.৮২	৯১৫.২৬	৯৫৬.৯৩	১১৫৬.২৮	১২৬৬.৫০	১৩০৯.৭৩	১০১৫.৮০	১৯৩৩.০০	২২১০.০০	১৩৪২.০০
	আদায়	৭২৪.৬৯	৯৪৬.৪৫	৯৪৬.০৯	১১৭৮.৩৫	১৩৫৯.৪৯	১৩৭৯.৮৬	১১০৪.৫৮	২০৬৪.০০	২১৭৪.০০	১৬২৮.০০
	হার (%)	৯৯.০০	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৭.০০	৯৬.০০	৯৬.০০	৯৬.০০	৯৮.০০	৯৭.০০
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর**										
	বিতরণ	১১৪৫.১৭	৫০৭.১৩	৬৪৫.৭০	৭৯৩.৭৫	৮৬৪.৬৬	১২৭৩.৬৮	৩৭৭.০৮	১১১৭.১১	৮.৮১৫৪	৬.৪৬৬০
	আদায়	৮.৯৪৪৫	৫.০০২৫	৬.৭৮৯৬	৭.৮৯৩৯	৭.১২৬৫	৯.১৫১৪	৭.৩৪০৩	৭.৩২৩৫	৭.৮৯৫০	৫.৪৫২৭
	হার (%)	৭৮.১০	৯৮.৬৪	১০৫.১৫	৯৯.৪৫	৮২.৪১	৭১.৮৫	১৯৪.৬৬	৬৫.৫৫	৮৯.৫৬	৮৪.৩২
	জাতীয় মহিলা সংস্থা										
	বিতরণ	৯১৬.৯৫	৩১৫.৭১	২৬৫.৩২	৪৯৮.৬৭	৩৫৯.৬২	৩৭৬.৫৪	৩৩৮.৩৫	৩৪৯.৫০	৩৫৮.৭০	
	আদায়	৯০৮.৪৮	২৫৭.৬৮	২৫৫.৬১	৫৬৮.৭৫	৪৩৮.৬৬	৫৭৮.০৩	৩৯৯.২৯	৩৫৭.৭০	৫৫২.৯৯	৪০০.০৯
	হার (%)	৯৯.০০	৮২.০০	৯৬.০০	১১৪.০০	১২২.০০	১৫৪.০০	১১৮.০০	১০৩.০০	২১৩.০০	১১৮.০০
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৫.৫৬	৭.০০	৭.৯৮	৮.৬১	৯.৩৩	৯.০০	৯.০০	৭.০০	৭.০০	৮.৫০
	আদায়	৩.২৫	৪.৫২	৮.০৩	৮.৭৯	৮.৮৩	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
	হার (%)	৫৮.৪৮	৬৪.৫৭	১০০.৬২	১০২.০৯	৫৯	৫০.০০	৫০.০০	৫১.০০	৪৮.০০	৫৮.০০
শিল্প মন্ত্রণালয়	**সিরোটসি**										
	বিতরণ	১০.৪০	৯.৩৫	৮.৬৫	৭.৮২	৬.৪২	৩.৪৩	২.৯৭	২৫৫.১৪	২৬৬.০০	১৯০.৫১
	আদায়	১০.৪৬	৯.৩৩	৮.৬৩	৭.৮১	৬.৫৩	৩.৭০	৩.১০	২৫৪.০৬	১৩২.২১	১৪৫.৫০
	হার (%)	১০০.০০	৯৯.০০	৯৯.০০	৯৯.০০	১০১.০০	-	-	৫৬.০০	৫০.০০	৭৬.০০
ভূমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৩.০২	৭.৫০	৬.৭০	৬.৭৯	০.৯৩	১.২৯	০.৭৩	০.৩৫	০.৩৯	০.৩১
	আদায়	১.৬৩	৫.৬৭	৬.০৯	৬.৩৯	০.১০	০.৫২	০.৯৯	০.২২	০.২০	০.২০
	হার (%)	৫৩.৯৭	৭৫.৫৮	৯০.৯০	৯৪.১১	৪৫.০০	৬৭.০০	৭০.০০	৩৯.০০	৩৬.০০	৪০.০০
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় **	**বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড**										
	বিতরণ	২.৬৫	৪০.৩৪	৪.০৪	৪.১০	৩.৬০	৩.৫১	০.৫৭	-	-	৭৯.৫২
	আদায়	২.৩৯	৩.১৬	৩.৪২	৪.২৩	৩.২৫	৩.৫৬	২.১১	২.২৮	২.৬৭	৬৪.৭৭
	হার (%)	৬২.৭৬	৬৫.৬৫	৬৭.৮৯	৭০.২৫	৭০.৭০	৭১.৮৬	৭২.৬	৮১.৪৪	১০২.৮২	৮১.৪৫
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর**										
	বিতরণ	-	৯৭.৩৪	১০২.৬৪	১২১.৯৭	১৩৮.৮১	১৪২.৯৪	১১৪.৯৪	৮৮.৫৮	-	-
	আদায়	-	৮৯.৭৩	৯৯.২৯	১০৯.৯৩	১১৭.১৬	১৩২.৯১	১০৫.০৮	৭২.০৪	-	-
	হার (%)	-	৮২.১৮	৯৬.৭৪	৯০.১২	৮৪.৪০	৯২.৯৮	৮৪.৭৫	৯৫.০০	-	-
কৃষি মন্ত্রণালয়	**তুলা উন্নয়ন বোর্ড**										
	বিতরণ	১.২৫	১.৭১	১.২৩	১.২৭	১.৩৪	১.৫৬	১.৬৬	১.১৫	১.২৩	১.৮৭
	আদায়	১.৩১	১.৭৮	১.২৮	১.৩৪	১.৪১	১.৬১	১.৭৩	১.২০	১.২৮	-
	হার (%)	১০৪.৭৭	১০৩.৯৬	১০৪.৪৬	১০৪.৯২	১০৪.৫৯	১০৩.০৭	১০৪.৩৫	১০৪.৩৩	১০৪.৪০	-

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত। ** বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত।

দ্রষ্টব্য: আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।